Time Taken

28:44

Mark Gained

1.শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যগ্রন্থে জীবাত্মা বা প্রাণিকূলের প্রতীক কে?

a. ক) কৃষ্ণ

b. খ) বড়ায়ি

c. গ) রাধা ✓

d. ঘ) যশোদা

Explanation: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মধ্যযুগে রচিত বাংলা ভাষার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থে প্রধান চরিত্র আছে তিনটি। যথা: কৃষ্ণ, রাধা, বড়ায়ি। চরিত্রগুলোর প্রতীক: - কৃষ্ণ > পরমাত্মা বা ঈশ্বর; - রাধা > জীবাত্মা বা প্রাণিকূল; - বড়ায়ি > এ দুয়ের সংযোগ সৃষ্টিকারী অনুঘটক।

2.কানু ছাড়া গীত নাই— কোন যুগে সত্য ছিল?

a. ক) মধ্যযুগে

b. খ) অন্ধকার যুগে

c. গ) প্রাচীন যুগে

d. ঘ) আধুনিক যুগে

Explanation: মধ্যযুগের বাংলায় প্রধান সাহিত্যধারা হলো বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, শাক্তপদ, অনুবাদ সাহিত্য, নাথ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য বা চরিত সাহিত্য, লোক সাহিত্য ধারা ইত্যাদি। মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মকেন্দ্রিকতাই মুখ্য, মানবতাসহ সব কিছুই গৌণ। কানু ছাড়া গীত নাই— মধ্যযুগে সত্য ছিল। কানু হলেন কৃষ্ণ।

3.মৈথিল কোকিল’ বলতে কাকে বাঝায়?

a. ক) চন্ডীদাস

b. খ) বিদ্যাপতি ✓

c. গ) জ্ঞানদাস

d. ঘ) দ্বিজবংশী

Explanation: ‘মৈথিল কোকিল' বলতে মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকে বোঝায়। কোকিল যেমন সুললিত সুমধুর গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করে, মিথিলার রাজসভার কবি বিদ্যাপতিও মৈথিলি ভাষায় সুন্দর পদাবলি অন্যান্য গীতিকবিতা রচনা করে সকলকে মুগ্ধ করেছেন বলে তাঁকে ‘মৈথিল কোকিল’ বলা হয়।

4.কালকেতু ও ফুল্লরা —বিখ্যাত এ চরিত্র দুটি কোথায় পাওয়া যায়?

a. ক) ধর্মমঙ্গল

b. খ) অন্নদামঙ্গল

c. গ) চণ্ডীমঙ্গল ✓

d. ঘ) মনসামঙ্গল

Explanation: চণ্ডীমঙ্গল’ চণ্ডী নামক লৌকিক-পৌরাণিক দেবীর পূজা প্রচারের কাহিনি অবলম্বনে লিখিত কাব্য। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি মানিক দত্ত। তিনি চতুর্দশ শতকের কবি। চন্ডীমঙ্গল ধারার প্রধান কবির নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তিনি ষোল শতকের কবি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলো হলো: কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারি শীল প্রমুখ।

5.'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে খ্যাত কে?

a. ক) আলাওল

b. খ) চন্ডীদাস

c. গ) গোবিন্দদাস ✓

d. ঘ) জ্ঞানদাস

Explanation: গোবিন্দদাস ছিলেন বৈষ্ণব পদকর্তা। চৈতন্যত্তোরকালে খ্যাতি অর্জনকারী কবিদের একজন। তিনি 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে খ্যাত। তার কাব্যগুরু ছিলেন মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। তার রচিত সংস্কৃত নাটকের নাম 'সংগীতমাধব'। তিনি পূর্বরাগ, অভিসার, মান, কলহন্তরিতা, বাসকসজ্জা, মাথুর প্রভৃতি পর্যায়ের পদকর্তা। অভিসার পদ পর্যায়ে গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। সমালোচকের মতে অভিসার পর্যায়ে তিনি রাজাধিরাজ।

6.বাংলা ভাষায় একক লেখক রচিত প্রথম গ্রন্থ কোনটি?

a. ক) চর্যাপদ

b. খ) সেক শুভোদয়া

c. গ) শূন্য পুরাণ

d. ঘ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ✓

Explanation: বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ চর্যাপদের রচয়িতা ২৩ জন মতান্তরে ২৪ জন। তবে একজন লেখক রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ হলো বড়ু চন্ডিদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এটিকে মধ্যযুগের প্রথম গ্রন্থ মনে করা হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এটি ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে রচিত। শূন্যপুরান ও সেকশুভোদয়া হলো সংস্কৃত গদ্য-পদ্যে চরিত চম্পুকাব্য। মনসাবিজয় বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত মনসামঙ্গল কাব্য।

7.বৈষ্ণব পদাবলীর সবচেয়ে প্রাচীন রচয়িতা কে?

a. ক) জয়দেব ✔

b. খ) জ্ঞানদাস

c. গ) গোবিন্দদাস

d. ঘ) বড়ু চন্ডীদাস

Explanation: সৌমিত্র শেখরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা সহ প্রায় সকল বইতে, পদাবলীর প্রথম পদকর্তা বলা হয়েছে বাঙালী কবি জয়দেবকে (রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি)। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে 'গীতগোবিন্দম' কাব্যটি আদি বৈষ্ণব পদাবলীর নিদর্শন। তবে, এটি রচিত হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। সৌমিত্র শেখরের মতে, বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি কবি বড়ু চণ্ডীদাস এবং তাঁর রচিত রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম কোন লেখকের একক গ্রন্থ। আমরা ধরে নিচ্ছি, পদাবলীর আদিকবি বাঙালী কবি জয়দেব, তিনি পদাবলী রচনা করেছেন সংস্কৃত ভাষায়। এবং, বাংলা ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর আদিকবি বড়ু চণ্ডীদাস। হুমায়ুন আজাদের লাল নীল দীপাবলিতে বলা আছে, পদাবলীর অনেক লেখকের নামই কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে। তাই, স্বাভাবিকভাবেই আদি কবির ব্যাপারে নির্ণয় করা কিছুটা বিতর্ক সাপেক্ষ। পরীক্ষাতে এই প্রশ্ন আসলে নিজের বিবেচনাপ্রসূত উত্তর দিবেন। আমরা যথাযথ রেফারেন্স সহকারে সকল তথ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করলাম।

8.মধ্যযুগের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল কোনটি?

a. ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

b. খ) বৈষ্ণব পদাবলি ✔

c. গ) রামায়ণ

d. ঘ) মহাভারত

Explanation: মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ফসল - বৈষ্ণব পদাবলি। এর নায়ক নায়িকা - রাধা ও কৃষ্ণ। উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব পদাবলি রচয়িতা - বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস। উৎসঃ লাল নীল দীপাবলি - হুমায়ুন আজাদ একাডেমিকদের মধ্যে এটা নিয়ে বিভেদ আছে। মূল পরীক্ষায় নিজ বিবেচনা থেকে উত্তর করবেন।

9.শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের খন্ড না কোনটি?

a. ক) জন্মখন্ড

b. খ) তাম্বুলখন্ড

c. গ) পদ্মাখন্ড

d. ঘ) যমুনাখন্ড

Explanation: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মোট ১৩ খণ্ড ও ৪১৮ টি পদে বিন্যস্ত। খণ্ডগুলো হলো- জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও বিরহখণ্ড।

10.বিদ্যাপতি কোন রাজসভার কবি ছিলেন?

a. ক) বাংলা

b. খ) বিহার

c. গ) উড়িষ্যা

d. ঘ) মিথিলা

Explanation: বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি। বিদ্যাপতিকে 'মিথিলার কবি' বা 'মৈথিল কোকিল' বলা হয়। তাকে 'কবি কণ্ঠহার' উপাধি দেন রাজা শিবসিংহ। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব পদাবলীর অবাঙ্গালি কবি।

11.'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' - কার প্রার্থনা?

a. ক) চাঁদ সওদাগর

b. খ) নাগমতী

c. গ) বড়াই

d. ঘ) ঈশ্বরী পাটনী ✓

Explanation: "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত আন্নদামঙ্গল কাব্যের অমর এই উক্তি তথা প্রার্থনাটি করেছে ঈশ্বরী পাটনী। যখন দেবী অন্নদা তার খেয়া নৌকায় নদী পার হয়ে বর চাইতে বলে ঈশ্বরী পাটনীকে, তখন ঈশ্বরী পাটনি এই প্রার্থনাটি করে।

12.মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্ম প্রচারকের প্রভাব অপরিসীম?

a. ক) শ্রী চৈতন্যদেব ✓

b. খ) শাহ জালাল

c. গ) শাহ পরাণ

d. ঘ) গৌরচন্দ্রিকা

Explanation: মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রী চৈতন্যদেবের প্রভাব অপরিসীম। তিনি নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করে যান নি। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ফসল 'বৈষ্ণব সাহিত্য'।

13.'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়' কার উক্তি?

a. কানাহরি দত্ত

b. ভারতচন্দ্র ✓

c. মানিক দত্ত

d. দাশু রায়

Explanation: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরঃ অন্নদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি। জন্ম ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি মধ্যযুগের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি। ভারতচন্দ্র নবদ্বীপ বা নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে 'গুণাকর' উপাধি প্রদান করে। ভারতচন্দ্রের রচিত গুরুত্বপূর্ণ উক্তিঃ ১। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। ২। নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়। ৩। বড়র পিরীত ক্লির বাধ। ৪। জন্মভুমি জননী স্বর্গের গরিয়সী। ৫। হাভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়। ৬। যতন নহিলে নাহি মিলায়ে রতন।

14.মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা?

a. কানাহরি দত্ত

b. বিজয়গুপ্ত

c. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

d. ভারতচন্দ্র রায় ✓

Explanation: **** অন্নদামঙ্গলঃ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরঃ অন্নদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি। জন্ম ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি মধ্যযুগের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি। ভারতচন্দ্র নবদ্বীপ বা নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে 'গুণাকর' উপাধি প্রদান করে।

15.কোন কবি 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রণেতা?

a. বংশীদাস চক্রবর্তী

b. রূপরাম চক্রবর্তী ✓

c. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

d. বলরাম চক্রবর্তী

Explanation: **** ধর্মমঙ্গল: কাব্যের কাহিনি : ২টি ১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি ২) লাউসেনের কাহিনি ময়ূর ভট্ট: আদি কবি। তার কাব্য : হাকন্দপুরাণ। ঘনরাম চক্রবর্তী: শ্রেষ্ঠ কবি। কাব্য : শ্রীধর্মমঙ্গল। অন্যান্য কবি- আদি রূপরাম, খেলারাম চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী, শ্যাম পণ্ডিত।

16.শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কত সালে আবিষ্কৃত হয়?

a. 1907

b. 1908

c. 1909 ✓

d. 1910

Explanation: মধ্যযুগে রচিত বাংলা ভাষার প্রথম কাব্যগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মুখোপাধ্যায় পরিবারের গোয়ালঘরের মাচায় অযত্নে রক্ষিত কয়েকটি পুথির ভিতর থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের খণ্ডিত পুথিটি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ সালে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা চন্ডীদাস । এতে ১৩টি খন্ড রয়েছে।

17.আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'- এ প্রার্থনাটি করেছে?

a. ভাড়ু দত্ত

b. চাঁদ সওদাগর

c. ঈশ্বরী পাটনী ✓

d. নলকুবের

Explanation: **** অন্নদামঙ্গলঃ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরঃ অন্নদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি। জন্ম ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি মধ্যযুগের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি। ভারতচন্দ্র নবদ্বীপ বা নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে 'গুণাকর' উপাধি প্রদান করে। অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিখ্যাত উক্তিঃ 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' উক্তিটি দেবী অন্নদাকে ঈশ্বরী পাটনী বলেছিল।

18.চাঁদ সওদাগর' বাংলা কোন কাব্য ধারার চরিত্র?

a. চণ্ডীমঙ্গল

b. মনসামঙ্গল ✓

c. ধর্মমঙ্গল

d. অন্নদামঙ্গল

Explanation: মনসামঙ্গলের চরিত্রঃ মনসা, সনকা, নেতাই ধোপানি, লখীন্দর, বেহুলা, চাঁদ সদাগর।

19.সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি ?

a. চর্যাপদ

b. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ✓

c. ইউসুফ-জোলেখা

d. পদ্মাবতী

Explanation: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ একটি গোয়ালঘরের মাচা থেকে বা ঘরের চালার নিচ থেকে এ কাব্য আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য প্রকাশিত হয়।কাব্যের ভিতরে একটি চিরকুটে 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দৰ্ব্ব' (অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ') নাম পাওয়া গেছে। কাব্যে সক্রিয় চরিত্র তিনটি রাধা, কৃষ্ণ এবং বড়ায়ি (বড়াই)। সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।

20.মঙ্গলকাব্যে কোন দেবীর কাহিনি আছে?

a. লক্ষীন্দর দেবী

b. সতী দেবী

c. মনসা দেবী ✓

d. বেহুলা ও চাঁদসুন্দর

Explanation: ** মঙ্গলকাব্যের প্রধান ধারা / শাখা ৩টি : i) মনসামঙ্গলঃ এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র দেবী মনসা। ii) চণ্ডীমঙ্গল iii) অন্নদামঙ্গল। ** মঙ্গলকাব্যের অপ্রধান ধারাগুলো হলো ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শিবায়ন, শীতলামঙ্গল, খ্রষ্টীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, গৌরীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল। ** একটি সম্পূর্ণ মঙ্গল কাব্যে সাধারণত ৫টি খণ্ড থাকে।

21.কোন সময়কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়?

a. ১২০১-১৩৫০ খ্রি. ✓

b. ৬০০ - ৯৫০ খ্রি.

c. ৬০০ - ৭৫০ খ্রি

d. কোনোটিই নয়

Explanation: মধ্যযুগের শুরুতে ১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের নিদর্শনহীনতাকে 'The Dark Age' বা আঁধার যুগ বলা হয়েছে। গবেষকগণ মনে করেন তুর্কি আক্রমণের ফলে এ দেশে হত্যা এবং ধ্বংসের যে যজ্ঞ চলে তাতে অনেক মন্দির মঠ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের নিদর্শন পুঁথিসমূহ ধ্বংস হয়।

22.ভারতচন্দ্র রায় কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

a. 1760 ✓

b. 1790

c. 1750

d. 1713

Explanation: **** অন্নদামঙ্গলঃ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরঃ অন্নদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি। জন্ম ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি মধ্যযুগের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি। ভারতচন্দ্র নবদ্বীপ বা নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে 'গুণাকর' উপাধি প্রদান করে।

23.কোন কবি 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রণেতা?

a. বংশীদাস চক্রবর্তী

b. রূপরাম চক্রবর্তী ✔

c. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

d. বলরাম চক্রবর্তী

Explanation: **** ধর্মমঙ্গল: কাব্যের কাহিনি : ২টি ১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি ২) লাউসেনের কাহিনি ময়ূর ভট্ট: আদি কবি। তার কাব্য : হাকন্দপুরাণ। ঘনরাম চক্রবর্তী: শ্রেষ্ঠ কবি। কাব্য : শ্রীধর্মমঙ্গল। অন্যান্য কবি- আদি রূপরাম, খেলারাম চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী, শ্যাম পণ্ডিত।

24.শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কোথা থেকে আবিষ্কৃত হয়?

a. নেপাল

b. বনবিষ্ণুপুর ✔

c. কলকাতা ✘

d. পুণ্ড্রনগর

Explanation: ১৯০৯ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে অযত্নরক্ষিত অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের একটি পুথি আবিষ্কার করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বড়ু চণ্ডীদাস নামক জনৈক মধ্যযুগীয় কবি রচিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা বিষয়ক একটি আখ্যানকাব্য।

25.মঙ্গলকাব্যের কোন চরিত্রটি ‘দেবতা বিরোধী’ বলে পরিচিত?

a. চাঁদ সদাগর ✓

b. কালকেতু

c. লাউ সেন

d. ধনপতি সদাগর

Explanation: মনসামঙ্গলের চরিত্রঃ মনসা, সনকা, নেতাই ধোপানি, লখীন্দর, বেহুলা, চাঁদ সদাগর।

26.‘চন্ডীমঙ্গল’ কাব্যধারার প্রধান কবি কে?

a. শাহ মুহম্মদ সগীর

b. ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

c. কানা হরিদত্ত

d. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ✓

Explanation: *** চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিঃ মানিকদত্ত- আদি কবি। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি / প্রধান কবি। মেদেনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের জমিদার রঘুনাথ রায় কবিকে “কবি কঙ্কন উপাধি প্রদান করেন। তাঁর কাব্যের নাম “অভয়ামঙ্গল"। অকিঞ্চন চক্রবর্তী : চণ্ডীমঙ্গলের সর্বশেষ কবি। তাঁর উপাধি 'কবীন্দ্র'।

27.মধ্যযুগের প্রতিবাদী চরিত্র-

a. ধনপতি সদাগর

b. চাঁদ সদাগর ✅

c. কালকেতু

d. লখিন্দর

Explanation: মনসামঙ্গলের চরিত্রঃ মনসা, সনকা, নেতাই ধোপানি, লখীন্দর, বেহুলা, চাঁদ সদাগর।

28.গঠনরীতিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য মূলত-

a. ধামালি

b. নাটগীতি ✅

c. পদাবলি

d. প্রেমগীতি

Explanation: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ একটি গোয়ালঘরের মাচা থেকে বা ঘরের চালার নিচ থেকে এ কাব্য আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য প্রকাশিত হয়।কাব্যের ভিতরে একটি চিরকুটে 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ব্ব' (অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ') নাম পাওয়া গেছে। কাব্যে সক্রিয় চরিত্র তিনটি রাধা, কৃষ্ণ এবং বড়ায়ি (বড়াই)। সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এটি ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত।

29.খনার বচনের উৎপত্তি কোন সমাজে?

a. হিন্দু সমাজ ✅

b. বৌদ্ধ সমাজ ❌

c. খ্রিষ্টান সমাজ

d. শৈব সমাজ

Explanation: *** খনার বচন:- কৃষিতত্ত্ব ও আবহাওয়া বিষয়ক উপদেশাত্মক এক প্রকার প্রচলিত ছড়া ‘খনার বচন' নামে পরিচিত। খনা তিব্বতি ভাষার শব্দ, যার অর্থ বোবা। খনার বচনই আমাদের প্রাচীন কৃষি বিজ্ঞান।

30.দ্বিজ বংশীদাস কোন কাব্য ধারার কবি?

a. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

b. অন্নদামঙ্গল

c. চন্ডীমঙ্গল

d. মনসামঙ্গল ✓

Explanation: *** মনসামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিঃ ১। কানা হরিদত্ত: মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি। ২। বিজয় গুপ্ত : তিনি মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি।আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি কাব্য রচনা করেন। ৩। নারায়ণ দেব ৪। দ্বিজ বংশীদাস ৫। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ৬। বিপ্রদাস পিপিলাই

31.বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য ধারার প্রাচীনতম ধরা হল-

a. মনসামঙ্গল কাব্য ✓

b. অন্নদামঙ্গল

c. কালিকামঙ্গল

d. চন্ডীমঙ্গল

Explanation: *** মনসামঙ্গলঃ মনসা সাপের দেবী, শিবের মানস কন্যা। মনসার অন্য নাম : কেতকা, পদ্মাবতী। চরিত্রঃ মনসা, সনকা, নেতাই ধোপানি, লখীন্দর, বেহুলা, চাঁদ সদাগর । মধ্যযুগের সবচেয়ে

প্রতিবাদী চরিত্রঃ চাম্পাই নগরের বণিক চাঁদ সদাগর । মধ্যযুগের সবচেয়ে পতিপ্রাণা চরিত্রঃ উজানী নগরের (সায়বেনের কন্যা বেহুলা। স্বর্গের ধোপাঃ নেতাই ধোপানি। বেহুলা ও লখীন্দর স্বর্গের দেব-দেবী ঊষা ও অনিরুদ্ধ।

32.ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারার আদি কবি-

a. ময়ূরভট্ট

b. রূপরাম চক্রবর্তী

c. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

d. বলরাম চক্রবর্তী

Explanation: **** ধর্মমঙ্গল: কাব্যের কাহিনি : ২টি ১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি ২) লাউসেনের কাহিনি ময়ূর ভট্ট: আদি কবি। তার কাব্য : হাকন্দপুরাণ। ঘনরাম চক্রবর্তী: শ্রেষ্ঠ কবি। কাব্য : শ্রীধর্মমঙ্গল। অন্যান্য কবি- আদি রূপরাম, খেলারাম চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী, শ্যাম পণ্ডিত।

33.শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে-

a. গানের মাধ্যমে

b. কবিতার মাধ্যমে

c. সংলাপের মাধ্যমে

d. নৃত্যের মাধ্যমে

Explanation: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ একটি গোয়ালঘরের মাচা থেকে বা ঘরের চালার নিচ থেকে এ কাব্য আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য প্রকাশিত হয়।কাব্যের ভিতরে একটি চিরকুটে 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ব্ব' (অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ') নাম পাওয়া গেছে। কাব্যে সক্রিয় চরিত্র তিনটি রাধা, কৃষ্ণ এবং বড়ায়ি (বড়াই)। সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।

34.মধ্যযুগের শেষ কবির নাম কী?

a. বিজয় গুপ্ত

b. ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ✓

c. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

d. কানাহরি দত্ত

Explanation: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরঃ অন্নদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি। জন্ম ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি মধ্যযুগের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি। ভারতচন্দ্র নবদ্বীপ বা নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে 'গুণাকর' উপাধি প্রদান করে।

35.মঙ্গলকাব্য প্রধানত-

a. ঘটনানির্ভর

b. বর্ণনানির্ভর

c. গল্পনির্ভর

d. কাহিনি নির্ভর তথ্য ✓

Explanation: ** মঙ্গলকাব্যের প্রধান ধারা / শাখা ৩টি : i) মনসামঙ্গল ii) চণ্ডীমঙ্গল iii) অন্নদামঙ্গল ** মঙ্গলকাব্যের অপ্রধান ধারাগুলো হলো ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শিবায়ন, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, গৌরীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল। ** একটি সম্পূর্ণ মঙ্গল কাব্যে সাধারণত ৫টি খণ্ড থাকে।

36.আধুনিকতার লক্ষণ কী?

a. ইংরেজি শিক্ষা

b. দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ানো

c. সহশিক্ষা

d. স্বদেশপ্রেম ও মানবতাবোধ

Explanation: *** বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন বা আদি যুগ (৬৫০-১২০০খ্রি:): এই যুগের বৈশিষ্ট্য: ১। ব্যক্তি ও সমাজ জীবন প্রধান। ২। ধর্ম গৌণ। *** মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০ খ্রি:) এর বৈশিষ্ট্য: ১। ধর্ম মুখ্য। ২।মানুষ হয়ে পড়ে গৌণ। *** আধুনিক যুগ(১৮০১- বর্তমান) এর বৈশিষ্ট্য: ১। মানবিক আবেদন মুখ্য। ২। স্বদেশ প্রেম, মানবতাবোধ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা।

37.'যুগলাঙ্গরীয়' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

a. প্যারীচাঁদ মিত্র

b. মীর মশাররফ হোসেন

c. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

d. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Explanation: উপন্যাসের নাম - প্রধান চরিত্র Rajmohon's Wife (1862) দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) - আয়েশা, তিলোত্তমা, বিমলা , জগৎসিংহ | কপালকুণ্ডলা - কপালকুণ্ডলা , নবকুমার, কাপালিক (ভিলেন), মতিবিবি | মৃণালিনী - মৃণালিনী, হেমচন্দ্র, পশুপতি, মনোরমা | বিষবৃক্ষ - নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী (বাল্যবিধবা চরিত্র) | যুগলাঙ্গুরীয় - হিরণ্ময়ী, অমলা, ধনদাস, পুরন্দর | চন্দ্রশেখর - চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, শৈবলিনী। রাধারানী - রাধারানী, বসন্তকুমারী, কামাখ্যা বাবু, রুক্মিণী কুমার । রজনী - রজনী, শচীন্দ্র। কৃষ্ণকান্তের উইল - রোহিণী (বাল্যবিধবা), ভ্রমর , গোবিন্দলাল | রাজসিংহ - জেবুন্নেসা | আনন্দ মঠ - ভবানন্দ, কল্যাণী, মহেন্দ্র সিংহ, ব্রহ্মচারী | দেবী চৌধুরাণী - প্রফুল্ল, ব্রহ্মঠাকুরানী, সাগর, ব্রজেশ্বর | সীতারাম - সীতারাম |

38.বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত কৌতুকরসের গ্রন্থ কোনটি?

a. পরিব্রাজক

b. লোকরহস্য ✅

c. নিভৃতচিন্তা

d. রত্নরহস্য

Explanation: বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গাত্মক ও রসাত্মক প্রবন্ধ - ১. লোকরহস্য (প্রথম ব্যঙ্গ - কৌতুকপূর্ণ রচনা)। ২. মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত। ৩. কমলাকান্ত (নকশা জাতীয় রম্যরচনা)। অন্যান্য প্রবন্ধ - ১. বিজ্ঞান রহস্য। ২. সাম্য। (বাজার থেকে প্রত্যাহার করা হয়)। ৩. বিবিধ সমালোচনা। ৪. কৃষ্ণচরিত। ৫. ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন।

39.বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি কে?

a. কাজী নজরুল ইসলাম

b. ফররুখ আহমদ

c. মধুসূদন দত্ত ✅

d. বুদ্ধদেব বসু

Explanation: মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি। কাজী নজরুলকে আমরা যে অর্থে বিদ্রোহী বলি মধুসূদন সে অর্থে বিদ্রোহী নয়। কাজী নজরুল রাজনৈতিক পরাধীনতা ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কবিতা লিখেন। মধুসূদন বাংলা সাহিত্য রচনার ধারার ক্ষেত্রে বিদ্রোহী। মধুসূদন প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য রচনার ধারা ভেঙ্গে নতুন ধারা সৃষ্টি করেন।

40.বীরাঙ্গনা কাব্য কোন ছন্দে রচিত ?

a. মাত্রাবৃত্ত

b. অক্ষরবৃত্ত

c. অমিত্রাক্ষর ✅

d. মুক্তক্ষর

Explanation: পদ্মাবতী (নাটক) - মাইকেল মধুসূদন দত্ত। - পদ্মাবতী নাটকের শুধু মাত্র ২য় অঙ্কে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটান। - তবে প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ - তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে। বঙ্গভাষা (কবিতা) - চতুর্দশপদী কবিতাবলি কাব্যগ্রন্থ। প্রথম সনেট কবিতা বাংলা ভাষায় রচিত যা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। ব্রজাঙ্গনা - মিত্রাক্ষর ছন্দ। কপোতাক্ষ নদ - অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

41.ঈশ্বরচন্দ্রকে কোন প্রতিষ্ঠান বিদ্যাসাগর উপাধি প্রদান করে?

a. প্রেসিডেন্সী কলেজ

b. সংস্কৃত কলেজ ✅

c. বিদ্যাসাগর কলেজ

d. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Explanation: জন্মঃ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ সালে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। * রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী বলে অভিহিত করেছেন। * তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। তিনি বাংলায় যতিচিহ্নের প্রচলন করেন। * ১৮৩৯ সালে ১৯ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজ থেকে অগাধ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন । * ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এবং ১৮৪৬ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ত্যাগ করে সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন। ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই লর্ড ডালহৌসির সময়ে বিধবা বিবাহ আইন পাশ করেন ।

42.বাংলা গদ্যের যথার্থ শিল্পী বলা হয় কাকে?

a. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে

b. মীর মশাররফ হোসেনকে

c. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ✅

d. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে

Explanation: বাংলা ছোটোগল্পের জনক - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মীর মশাররফ হোসেন - তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম উপন্যাস এবং প্রথম মুসলিম নাট্যকার। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - বাংলা উপন্যাসের জনক। তাকে বাংলার ' ওয়াল্টার স্কট' বলা হয়। তার উপাধি - সাহিত্য সম্রাট।

43.বিদ্যাসাগরের রম্যরচনা কোনটি?

a. অতি অল্প হইল ✅

b. মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়

c. বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ

d. একেই কি বলে সভ্যতা

Explanation: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক সাহিত্যে - ১. প্রভাবতী সম্ভাষণ। এটি তাঁর / বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাহিত্যে প্রথম মৌলিক গ্রন্থ। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম শোকগাঁথা। রম্য রচনা - ১. অতি অল্প হইল। ২. আবার অতি অল্প হইল। - ব্রজবিলাস (ব্যঙ্গ রচনা)। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২ টি। ১. বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন)। ২. একেই কি বলে সভ্যতা।

44.ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রন্থ কোনটি?

a. সীতার বনবাস

b. বেতাল পঞ্চবিংশতী

c. প্রভাবতী সম্ভাষন ✅

d. ভ্রান্তিবিলাস

Explanation: অনুবাদ সাহিত্য - ১. বেতাল পঞ্চবিংশতি - এটি তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। - হিন্দি ভাষায় রচিত 'বৈতাল পচ্চিসী' এর অনুবাদ। ২. শকুন্তলা - সংস্কৃত মহাকবি কালিদাসের ' অভিজ্ঞান শকুন্তলম' এর অনুবাদ। ৩. সীতার বনবাস - রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ৪. ভ্রান্তিবিলাস - এটি শেক্সপিয়ারের ' comedy of Errors ' এর অনুবাদ।

45.বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সধর্মী উপন্যাস কোনটি?

a. ইন্দিরা

b. বিষবৃক্ষ

c. কপালকুণ্ডলা ✓

d. কৃষ্ণকান্তের উইল

Explanation: কপালকুণ্ডলা - বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্সধর্মী উপন্যাস। ' পথিক তুমি পথ হারাইয়েছো' বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমাণ্টিক সংলাপ। চরিত্র - কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, কাপালিক (ভিলেন), মতিবিবি। কৃষ্ণকান্তের উইল - বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত। চরিত্র - রোহিণী, গোবিন্দলাল, ভ্রমর। বিষবৃক্ষ - বিধবা বিবাহ অবলম্বনে রচিত প্রথম উপন্যাস । চরিত্র - নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুকী, কুন্দনন্দিনী।

46.বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসটি দেশাত্মবোধক?

a. আনন্দমঠ ✓

b. রাজসিংহ

c. চন্দ্রশেখর

d. রাধারানী

Explanation:
বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাস:

১. আনন্দমঠ - এই উপন্যাসের বিখ্যাত স্বদেশমূলক গান ' বন্দে মাতরম'। চরিত্র - ভবানন্দ, কল্যাণী, মহেন্দ্র সিংহ, ব্রহ্মচারী।
২. সীতারাম। চরিত্র - সীতারাম।
৩. দেবী চৌধুরাণী - প্রফুল্ল, ব্রহ্মঠাকুরানী, সাগর, ব্রজেশ্বর। - রাজসিংহঃ ঐতিহাসিক এবং নায়িকাপ্রধান উপন্যাস। চরিত্র - জেবুন্নেসা। - চন্দ্রশেখরঃ ঐতিহাসিক। চরিত্র - চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, শৈবলিনী। রাধারানী - সমাজ ও গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস। চরিত্র - রাধারানী, বসন্তকুমারী, কামাখ্যা বাবু, রুক্মিণী কুমার।

47.বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস কোনটি?

a. Rajmohans wife ✓

b. দুর্গেশনন্দিনী

c. কপালকুণ্ডলা

d. বিষবৃক্ষ

Explanation: - দুর্গেশনন্দিনী বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। চরিত্র - আয়েশা, বিমলা, জগৎসিংহ, তিলোত্তমা। - কপালকুণ্ডলাঃ বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্সধর্মী উপন্যাস। চরিত্র - কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, কাপালিক, মতিবিবি। 'প্রদীপ নিভিয়া গেল' , 'তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম হইবো না কেনো' - এই উপন্যাসের বিখ্যাত উক্তি। - বিষবৃক্ষ চরিত্র - নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী

48.প্রথম সার্থক বাংলা নাটক-

a. শর্মিষ্ঠা ✓

b. কৃষ্ণকুমারী

c. শাজাহান

d. বসন্ত

Explanation: বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক - ভদ্রার্জুন (কমেডি, তারাচরণ শিকদার) | বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক নাটক - কুলীনকুল সর্বস্ব (রামনারায়ণ তর্করত্ন)। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাট্যকার - মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান নাট্যকার - মীর মোশাররফ হোসেন(বসন্তকুমারী)

। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ - নীলদর্পন (১৮৬০, দীনবন্ধু মিত্র)। "বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক - শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক কমেডি - পদ্মাবতী (১৮৬০)। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ট্রাজেডি নাটক - কীর্তিবিলাস (১৮৫২,যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত)। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক - কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১, মধুসূদন দত্ত)।

49.বিধবা বিবাহ আইন' কত সালে পাশ হয়?

a. 1829

b. 1855

c. 1856 ✓

d. 1857

Explanation: ১৮২৯ সালে রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্ঠায় লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা বিলোপের আইন পাশ করেন। ১৮৪৭ সালে বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থ প্রথম যতিচিহ্নের প্রয়োগ ঘটান। ১৮৪৭ - মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম। ১৮৫৬ সালে ২৬ জুলাই লর্ড ডালহৌসির সময়ে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয় বিদ্যা সাগরের প্রচেষ্ঠায়।

50.নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম ইংরেজি অনুবাদক কে?

a. লঙ সাহেব

b. ডিরোজিও

c. মধুসূদন ✓

d. দীনবন্ধু নিজেই

Explanation: নীলদর্পণ নাটকটি লিখেন দীনবন্ধু মিত্র। নাটকটি ১৮৬০ সালে ঢাকার বাংলা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। নাটকটি মেহেরপুর অঞ্চলের নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী রচিত হয়েছে। এই নাটকটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ' A native' ছদ্মনামে অনুবাদ করে নাম দেন - The Indigo planting Mirror। চরিত্রঃ গোলক বসু, নবীন মাধব, রাইচরণ, তোরাপ।

51.ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ কে ছিলেন?

a. উইলিয়াম কেরি ✓

b. লর্ড ওয়েলেসলি

c. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

d. রামরাম বসু

Explanation: ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ও তাঁর কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলকাতার লালবাজারের নিকট ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

52.বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থের নাম কি?

a. হিতোপদেশ

b. প্রবোধ চন্দ্রিকা

c. লিপিমালা

d. কথোপকথন ✓

Explanation:
বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ মথি রচিত 'মঙ্গল সমাচার'। ১৮০০ সালে প্রকাশিত (অনুবাদ গ্রন্থ) বাংলা ভাষায় এবং একই সাথে বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। এটা এবং 'কথোপকথন' দুটোই ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' জুলাইতে, 'কথোপকথন' আগস্টে প্রকাশিত হয়েছে। যার কারণে অনেক বইতে কথোপকথন দেয়া আছে।
এজন্য অপশনে যদি দুটোই থাকে তাহলে রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র হবে। আর যদি না থাকে কথোপকথন হবে। আর মঙ্গল সমাচার থাকলে সেটা উত্তর হবে। আমি ক্রমটা লিখে দিচ্ছি, প্রথমটা না থাকলে পরেরটা হবে। ১. মথি রচিত মঙ্গল সমাচার (১৮০০ সাল, অনুবাদ গ্রন্থ) ২. রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১ সাল। মৌলিক গ্রন্থ) ৩. কথোপকথন (১৮০১) সাল। অনেক বইয়ে অপশনে রাজা প্রতাপাদিত্য থাকে না, সেক্ষেত্রে কথোপকথন উত্তর।

53.বত্রিশ সিংহাসন' কার রচনা?

a. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ✅

b. রামরাম বসু

c. বিদ্যাসাগর

d. রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়

Explanation: মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত গ্রন্থগুলো হলো- (i) বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) (ii) হিতোপদেশ (১৮০৮) (iii) রাজাবলি (১৮০৮) বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ সংস্কৃত রাজাবলি গ্রন্থের অনুসরণে । (iv)প্রবোধচন্দ্রিকা (রচনা-১৮১৩, প্রকাশ- ১৮৩৩)

54.কেরি সাহেবের মুন্সি বলা হয় কাকে?

a. রামরাম বসুকে ✅

b. চণ্ডীচরণ মুনশি

c. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

d. গোলকনাথ শর্মা

Explanation: বাংলা গদ্য সাহিত্যের আদি লেখকদের অন্যতম হচ্ছেন রামরাম বসু। তিনি উইলিয়াম কেরীকে বাংলা শেখান এবং কেরী সাহেবের মুন্সী নামে পরিচিত। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত (১৮০১) হন। আমৃত্যু এ কলেজের সাথে যুক্ত ছিলেন।

55.‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ গ্রন্থটির প্রণেতা

a. উইলিয়াম কেরি

b. গোলকনাথ শর্মা

c. রামরাম বসু ✓

d. হরপ্রসাদ রায়

Explanation: রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র- (১৮০১)। এটি কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। এটি বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত বাংলা মৌলিক গ্রন্থ।

56.বাঙালি রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের নাম কি?

a. হিতোপদেশ

b. কথোপকথন

c. ইতিহাসমালা

d. রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ✓

Explanation: বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ মথি রচিত 'মঙ্গল সমাচার'। ১৮০০ সালে প্রকাশিত (অনুবাদ গ্রন্থ) বাংলা ভাষায় এবং একই সাথে বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। এটা এবং 'কথোপকথন' দুটোই ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' জুলাইতে, 'কথোপকথন' আগস্টে প্রকাশিত হয়েছে। যার কারণে অনেক বইতে কথোপকথন দেয়া আছে। এজন্য অপশনে যদি দুটোই থাকে তাহলে রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র হবে। আর যদি না থাকে কথোপকথন হবে। আর মঙ্গল সমাচার থাকলে সেটা উত্তর হবে। আমি ক্রমটা লিখে দিচ্ছি, প্রথমটা না থাকলে পরেরটা হবে। ১. মথি রচিত মঙ্গল সমাচার (১৮০০ সাল, অনুবাদ গ্রন্থ) ২. রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১ সাল। মৌলিক গ্রন্থ) ৩. কথোপকথন (১৮০১) সাল। অনেক বইয়ে অপশনে রাজা প্রতাপাদিত্য থাকে না, সেক্ষেত্রে কথোপকথন উত্তর।

57.বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট?

a. কপোতাক্ষ নদ

b. বঙ্গভাষা ✓

c. বঙ্গবাণী

d. আত্মবিলাপ

Explanation: বাংলাসাহিত্যের প্রথম সনেট রচয়িতা – মাইকেল মধুসূদন দত্ত। প্রথম সনেটগ্রন্থ - চতুর্দশপদী কবিতাবলি। তাঁর রচিত প্রথম সনেট – বঙ্গভাষা।

58.'ইয়ংবেঙ্গল' আন্দোলনের প্রবক্তা কে ছিলেন?

a. উইলিয়াম কেরী

b. ডিরোজিও ✓

c. প্যারীচাঁদ মিত্র

d. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

Explanation: পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত "হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও" ছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক। তিনি তৎকালীন সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইয়ং বেঙ্গল দল (আন্দোলন) গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৩১ সালে ইয়ং বেঙ্গল প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের মুখপাত্র; এনকোয়ার, জ্ঞানান্বেষণ, বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকাগুলো।

59.ফোর্ট উইলিয়াম যুগে সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন-

a. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ✓

b. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

c. উইলিয়াম কেরি

d. রামনারায়ণ তর্করত্ন

Explanation: মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন কলেজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তার রচিত গ্রন্তগুলো হলোঃ- ১। বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) ২। হিতোপদেশ (১৮০৮) ৩। রাজাবলি (১৮০৮) ৪। বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭)ঃ রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত বেদান্তচর্চা ও ব্রাহ্মোপাসনার বিরোধিতা করে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এ গ্রন্থ রচনা করেন। ৫। প্রবোধচন্দ্রিকা (রচিত ১৮১৩ সালে, কিন্তু প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ সালে)।

60.বাংলা সাহিত্যে কখন গদ্যের সূচনা হয়?

a. ষোড়শ শতকে

b. নবম শতকে

c. ত্রয়োদশ শতকে

d. উনিশ শতকে ✓

Explanation: উনিশ শতকের (১৮০০ - ১৮৯৯) শুরুর দিকে বাংলা ভাষার গদ্য সাহিত্য রচনা শুরু হয়। বাংলা গদ্যকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহিত্য গুণসম্পন্ন ও সর্বভাব প্রকাশক্ষম করেছিলেন বলেই তিনি বাংলা গদ্যের জনক। এ সময়কে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আধুনিক যুগকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথাঃ প্রথম পর্যায় ১৮০১-১৮৬০ পর্যন্ত, এবং দ্বিতীয় পর্যায় ১৮৬১ থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত।

61.ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কোন গ্রন্থটি কালিদাসের রচনা থেকে অনুবাদকৃত?

a. ক) সীতার বনবাস

b. খ) শকুন্তলা ✓

c. গ) ভ্রান্তিবিলাস

d. ঘ) বেতাল পঞ্চবিংশতি

Explanation: উত্তর: খ) শকুন্তলা। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলাম' অনুসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনা করেছেন 'শকুন্তলা'। - এটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ সালে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থ: - জীবনচরিত (ইংরেজি বই অবলম্বনে) - বেতালপঞ্চবিংশতি (হিন্দী থেকে) - বাঙ্গলার ইতিহাস (মার্শম্যানের বই অনুসারে) - সীতার বনবাস (রামায়ণ অনুসারে) - ভ্রান্তিবিলাস (শেক্সপিয়রের 'কমেডি অব এররস' অনুসারে) ইত্যাদি।

62.কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত নয়?

a. পদ্মাবতী

b. বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ

c. চতুর্দশপদী কবিতাবলী

d. সনেট পঞ্চাশৎ ✓

Explanation: উত্তর: সনেট পঞ্চাশৎ। প্রমথ চৌধুরী কাব্যগ্রন্থ - সনেট পঞ্চাশৎ, পদচারণ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত - পদ্মাবতী - নাটক। চতুর্দশপদী কবিতাবলি - বাংলা সাহিত্যর প্রথম সনেট সংকলন। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ এবং একেই কি বলে সভ্যতা প্রহসন।

63.ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা নয় কোনটি?

a. ক) রত্নপরীক্ষা

b. খ) অতি অল্প হইল

c. গ) বেতালপঞ্চবিংশতি ✓

d. ঘ) ব্রজবিলাস

Explanation: উত্তর: গ) বেতালপঞ্চবিংশতি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রন্থসমূহ - - অতি অল্প হইল - আবার অতি অল্প হইল - ব্রজবিলাস - বিধবা বিবাহ ও যশোরের হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা - রত্নপরীক্ষা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুবাদ গ্রন্থ- - ভ্রান্তিবিলাস (শেক্সপিয়রের কমেডি অব এররস

অনুসারে) - বেতালপঞ্চবিংশতি (হিন্দি বৈতালপচ্চিসি এর বঙ্গানুবাদ) - শকুন্তলা (কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলাম অনুসারে), - সীতার বনবাস (রামায়ণ অনুসারে) ইত্যাদি।

64.বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি?

a. ক) দুর্গেশনন্দিনী ✔

b. খ) আনন্দমঠ

c. গ) দেবী চৌধুরাণী

d. ঘ) সীতারাম

Explanation: উত্তর: ক) দুর্গেশনন্দিনী। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস- - আনন্দমঠ (১৮৮২) - দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) - সীতারাম (১৮৮২) -------------- দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস।

65.বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?

a. ক) সাধনা

b. খ) হিতকরী

c. গ) বঙ্গদর্শন ✔

d. ঘ) তত্ত্ববোধিনী

Explanation: উত্তর: বঙ্গদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে মাসিক 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। - এ পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা গদ্যের প্রভূত উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। - বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করেন। - অনেকদিন বিরতির পর 'বঙ্গদর্শন' আবার প্রকাশিত হচ্ছে।

66.কাকে বাংলা ভাষার প্রথম মানবতাবাদী কবি বলা হয়?

a. জ্ঞানদাস

b. কৃত্তিবাস ওঝা

c. গোবিন্দ দাস

d. চণ্ডীদাস

Explanation:
চণ্ডীদাস মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চণ্ডীদাসকে দুঃখের কবি বলেছিলেন।
চণ্ডীদাসকে বাংলা ভাষার প্রথম মানবতাবাদী কবি বলা হয়।

67.নিচের কোনটি বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রকার নয়?

a. পদাবলি

b. প্রণয়োপাখ্যান ✓

c. বৈষ্ণবশাস্ত্র

d. জীবনীকাব্য

Explanation:
বৈষ্ণব সাহিত্য ৩ প্রকার।
যথা:
১. জীবনীকাব্য,
২. বৈষ্ণব শাস্ত্র ও
৩. বৈষ্ণব পদাবলী।

অন্যদিকে,
'প্রণয়োপাখ্যান' হলো মুসলিম সাহিত্যিকদের দ্বারা অনূদিত রোমান্টিক কাব্য।

68.'গুলে বকাওলী' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন কে?

a. ফকির গরীবুল্লাহ

b. দৌলত উজির বাহরাম খান

c. নওয়াজিশ খান

d. দৌলত কাজী

Explanation:
গুলে বকাওলী কাব্য ইজ্জতুল্লা নামক এক বাঙালি লেখক রচিত পারসি গ্রন্থ।
১৭২২ থেকে ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেন কবি নওয়াজিশ খান।
এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি মহম্মদ মুকিম তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম দেন 'গুলে বকাওলী'।

69.শাক্ত পদাবলির শ্রেষ্ঠ পদকর্তা কে?

a. গোবিন্দদাস

b. চণ্ডীদাস

c. বিদ্যাপতি

d. রামপ্রসাদ সেন

Explanation:
রামপ্রসাদ সেন:
শাক্তপদাবলির আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি - রামপ্রসাদ সেন।
নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামপ্রসাদের কবিত্ব ও সঙ্গীতখ্যাতির কথা শুনে তাঁকে নিজের রাজসভায় যোগদানের আহবান জানান এবং 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত করেন।
তিনি ভক্তিভাব এবং রাগ ও বাউল সুরের মিশ্রণে এক ভিন্ন সুরের সৃষ্টি করেন, যা বাংলা সঙ্গীতজগতে 'রামপ্রসাদী সুর' নামে পরিচিত।

70.'সত্যপীরের পুঁথি' কাব্যের রচয়িতা কে?

a. আলাওল

b. দৌলত উজির বাহরাম খান

c. সৈয়দ সুলতান

d. ফকির গরীবুল্লাহ

Explanation:
ফকির গরীবুল্লাহ:
পুঁথি সাহিত্যর প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি ছিলেন ফকির গরীবুল্লাহ।
ফকির গরীবুল্লাহ রচিত কাব্যসমূহ হলো: ইউসুফ জোলেখা, আমীর হামজা (প্রথম অংশ), জঙ্গনামা, সোনাভান ও সত্যপীরের পুঁথি।

71.বাংলা কবিগানের রচয়িতা এন্টনি ফিরঙ্গি জাতিতে কী ছিলেন?

a. ব্রিটিশ

b. স্প্যানিশ

c. ফরাসি

d. পর্তুগিজ

Explanation:
এন্টনি ফিরিঙ্গি:
তিনি ছিলেন আঠারো শতকের বাংলা ভাষার কবিয়াল।
তাঁর প্রকৃত নাম হেনসম্যান এন্টনি (Hensman Anthony)।
তিনি জাতিতে ছিলেন পর্তুগিজ এবং ধর্মে খ্রিস্টান।
তিনি খ্রিস্টান হলেও বাঙালি কালি সাধক হিন্দুর মত জীবনযাপন করতেন।

72.শামসুর রাহমানের জন্ম ও মৃত্যু সাল কোনটি?

a. ১৯২৬ - ২০০৬

b. ১৯৩৬ - ২০০২

c. ১৯২৬ - ২০০৭

d. ১৯২৯ - ২০০৬ ✓

Explanation:
শামসুর রাহমানের জন্ম ও মৃত্যু সাল ১৯২৯ - ২০০৬

73."পলকহীন চোখজোড়া দিয়ে অশ্রুর ফোয়ারা নেমেছিলো তার।" একুশের গল্পে কার অশ্রুর কথা বলা হয়েছে ?

a. রাহাতের

b. রেণুর ✓

c. তপুর মায়ের

d. নাজিমের

Explanation:
জহির রায়হানের বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের মধ্যে একুশের গল্প অন্যতম। এই গল্পের প্রধান চরিত্র: তপু, রেণু ও রাহাত ।

74.ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লেখা "**হুলিয়া**" কবিতাটি নির্মলেন্দু গুণের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

a. বাংলার মাটি বাংলার জল

b. শিয়রে বাংলাদেশ

c. না প্রেমিক না বিপ্লবী

d. প্রেমাংশু রক্ত চাই

Explanation:
নির্মলেন্দু গুণের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ **"প্রেমাংশু রক্ত চাই"**

75."এ পথের যদি শেষ না হতো কোনদিন; অনন্তকাল ধরে এমনি চলতে পারতাম আমরা।" অংশটি জহির রায়হান রচিত কোন গল্পের অন্তর্গত?

a. নয়া পত্তন

b. সময়ের প্রয়োজনে

c. একুশের গল্প ✓

d. সূর্যগ্রহণ

Explanation:
"এ পথের যদি শেষ না হতো কোনদিন; অনন্তকাল ধরে এমনি চলতে পারতাম আমরা।" অংশটি জহির রায়হান রচিত **'একুশের গল্প'** গল্পের অন্তর্গত?

76. 'লীলাময় রায়' ছদ্মনামে লিখতেন -

a. সুকুমার রায়

b. রাজ শেখর বসু

c. আব্দুল কাদির

d. অন্নদাশঙ্কর রায়

Explanation:
উত্তর:অন্নদাশঙ্কর রায়

- অন্নদাশঙ্কর রায় একজন স্বনামধন্য বাঙালি কবি, লেখক এবং সেই সাথে বিশিষ্ট ছড়াকারও।
- তিনি 'লীলাময় রায়' ছদ্মনামে লিখতেন।
- পথে প্রবাসে ও ইউরোপের চিঠি তাঁর রচিত দুইটি ভ্রমণকাহিনি।
- অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রথম কবিতাগ্রন্থ - রাখী (১৯৩২)।

তাঁর রচিত উপন্যাস:
- কঙ্কাবতী,
- দুঃখমোচন,
- অপসরণ,
- অজ্ঞাতবাস ইত্যাদি।

77.'অশীতিপর শর্মা' কার ছদ্মনাম?

a. সমরেশ বসু

b. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

c. অমিয় চক্রাবর্তী

d. বিষ্ণু দে

Explanation:

উত্তর: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

- কলকাতার নিকটবর্তী নিমতা গ্রামে ১৮৮২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি ছিলেন কবি ও ছান্দসিক।
- পিতা রজনীনাথ দত্ত ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।
- সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতী পত্রিকাগোষ্ঠীর অন্যতম বিশিষ্ট কবি।
- বাংলা ভাষার নিজস্ব বাগ্‌ধারা ও ধ্বনি সহযোগে নতুন ছন্দসৃষ্টি তাঁর কবিপ্রতিভার মৌলিক কীর্তি। এজন্য তিনি ‘ছন্দের জাদুকর’ ও ‘ছন্দোরাজ’ নামে সাধারণ্যে পরিচিত।
- ১৯১৮ সালে ভারতী পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় ছন্দ সম্পর্কিত তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা ‘ছন্দ-সরস্বতী’ প্রকাশিত হয়।
- সত্যেন্দ্রনাথ একাধিক ছদ্মনামে কাব্যচর্চা করতেন, যেমন - নবকুমার, কবিরত্ন, **অশীতিপর শর্মা**, ত্রিবিক্রম বর্মণ, কলমগীর ইত্যাদি।
- ১৯২২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।
- তাঁর মৃত্যুর পর রচিত 'সত্যেন-প্রয়াণ' কবিতা কাজী নজরুল ইসলাম লিখেন।

তাঁর রচিত বিখ্যাত কাব্য:
- সবিতা,
- সন্ধিক্ষণ,
- বেণু ও বীণা,
- কুহু ও কেকা,

- অভ্র আবীর,
- হসন্তিকা,
- বেলা শেষের গান,
- বিদায় আরতি,
- কাব্যসঞ্চয়ন।

তাঁর রচিত অনুবাদকাব্য:
- তীর্থরেণু,
- মণি মঞ্জুষা।

78.‘ওমর খৈয়াম' কার ছদ্মনাম?

a. আব্দুল মান্নান

b. আনোয়ার পাশা

c. সৈয়দ মুজতবা আলী

d. আব্দুল কাদের

Explanation:

উত্তর: সৈয়দ মুজতবা আলী

- ১৯০৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি কাজী নজরুল ইসলামের 'রুবাইয়াৎ- ই- ওমর খৈয়াম' গ্রন্থের ভূমিকা লিখেন।
- ১৯৭৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
- 'দেশে বিদেশে' সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রথম গ্রন্থ।
- সৈয়দ মুজতবা আলীর ছদ্মনাম - প্রিয়দর্শী; **ওমর খৈয়াম**; মুসাফির; সত্য পীর।

তাঁর রচিত উপন্যাস:
- অবিশ্বাস্য,
- শবনম।

তাঁর রচিত ছোটগল্প:
- চাচা-কাহিনী,
- টুনি মেম।

79.সেলিনা হোসেনের ‘যাপিত জীবন’ উপন্যাসটি কোন পটভূমিতে রচিত?

a. দেশভাগ

b. মুক্তিযুদ্ধ

c. ভাষা আন্দোলন

d. স্বদেশী আন্দোলন

Explanation:

'যাপিত জীবন' উপন্যাস:
- ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে সেলিনা হোসেনের লেখা উপন্যাস 'যাপিত জীবন'।
- উপন্যাসের নায়ক জাফর জীবনের কথা বলে জীবনেরই বিনিময়ে।
- সেলিনা হোসেন জাফরের স্বচ্ছ প্রতীকচিত্রে বাঙালির শেকড় আর অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে তাঁর 'যাপিত জীবন'-এ ।
- জাফর প্রতিটি অণুমুহূর্তে ঘোষণা করে বেড়ায় তাঁর বাঙালি অস্তিত্ব তাঁর শেকড়। নিজের মৃত্তিকারসে জারিত স্বকীয় বিকাশের সমস্ত প্রয়াস ভর করে বাঙালি জাতিসত্তার প্রতিনিধি জাফরের মাঝে। জাফর বাঙালি কণ্ঠের বলিষ্ঠ উৎসারণ।

সেলিনা হোসেন:
- কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন ১৯৪৭ সালের ১৪ই জুন, রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন।
- সেলিনা হোসেন বর্তমানে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত রয়েছেন।

এছাড়াও তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থ-
- পরজন্ম,
- মানুষটি,
- মতিজানের মেয়েরা,
- অনূঢ়া পূর্ণিমা,
- একালের পান্তাবুড়ি,
- নারীর রূপকথা,
- মৃত্যুর নীল পদ্ম ইত্যাদি।

80.'অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহীন' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কোন উপন্যাসের চরিত্র?

a. নেকড়ে অরণ্য

b. যাত্রা

c. রাইফেল রোটি আওরাত

d. জাহান্নম হইতে বিদায়

Explanation:

রাইফেল রোটি আওরাত:
- 'রাইফেল রোটি আওরাত' (১৯৭৩), আনোয়ার পাশা রচিত একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।
- অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহীন এই উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।
- এই উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলো হচ্ছে - ড. খালেক, ড. মালেক, ছাবেদ আলী, হাসমত, জামাল সাহেব প্রমুখ।
- উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধকালীন রচিত এবং ১৯৭৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

আনোয়ার পাশা:
- আনোয়ার পাশা বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক।
- জন্ম ১৯২৮ সালের ১৫ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ডাবকাই গ্রামে।

তাঁর রচিত উপন্যাস:
- নিশুতি রাতের গাথা,
- নীড় সন্ধানী ও
- রাইফেল রোটি আওরাত (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক)।

তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ:
- নদী নিঃশেষিত হলে,
- সমুদ্র শৃঙ্খলাতা উজ্জয়িনী ও
- অন্যান্য কবিতা।

81. কোন গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণকাহিনি হিসাবে বিবেচিত?

a. দেশে বিদেশে

b. বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন

c. সোভিয়েতের দিনগুলো

d. পালামৌ

Explanation:

'পালামৌ' ভ্রমণকাহিনি:
- সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর ভ্রমণকাহিনি।
- ‘পালামৌ' সঞ্জীবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা।
- বিহারের পালামৌ এলাকায় দুই বছর ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে এর স্মৃতিচারণ নিয়ে লেখা

বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণকাহিনি পালামৌ।
- 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'- এই গ্রন্থের যুগোত্তীর্ণ বাক্য।
- ১২৮৭ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম এই ভ্রমণকাহিনি প্রকাশ হয়।

তাঁর রচিত উপন্যাস:
- কণ্ঠমালা,
- মাধবীলতা,
- জলপ্রতাপ চাঁদ ইত্যাদি।

তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থ:
- রামেশ্বরের অদৃষ্ট।

প্রবন্ধগ্রন্থ:
- যাত্রা।

82.মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'কালোঘোড়া'র রচয়িতা কে?

a. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

b. ইমদাদুল হক মিলন

c. মাহমুদুল হক

d. তাহমিমা আনাম

Explanation:

উত্তর: ইমদাদুল হক মিলন

'কালোঘোড়া' উপন্যাস:
- পশ্চিম জার্মানীর এক ছোট্ট শহর সিনডেল ফিঙগেনে বসে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের এক নিবিড় গ্রাম নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন **ইমদাদুল হক মিলন**। সেই উপন্যাসের নাম 'কালোঘোড়া'।
- 'কালোঘোড়া' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।
- ১৯৭১ এর সেই জেগে ওঠার দিনে বাংলাদেশের একটি গ্রামে কেমন চেহারা নিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ, কেমন করে মুক্তিযুদ্ধ প্রভাবিত করেছিল গ্রামের প্রতিটি মানুষকে, কেমন করে মুক্তিযোদ্ধারা এসে আশ্রয় পায় এক বালকের কাছে, কেমন করে প্রাণ হারায় এক বোবা যুবতী, স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের হোতা কেমন করে নিহত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে আর কেমন করেই বা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দাতা সেই বালক নিজের অজান্তে হয়ে ওঠে এক মহান মুক্তিযোদ্ধা, প্রাণের বিনিময়ে যে রক্ষা করতে চায় সহযোদ্ধাদেরকে, একরম অনেকগুলো বিষয়কে 'কালোঘোড়া' উপন্যাসে উপজীব্য করেছেন ইমদাদুল হক মিলন।

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস:
- জিন্দাবাহার,
- নিঝুম নিশিরাতে,

- যাবজ্জীবন,
- কালাকাল,
- কালোঘোড়া,
- ভূমিপুত্র,
- পরাধীনতা,
- কে,
- তাহারা,
- ভূতের নাম রমাকান্ত কামার ইত্যাদি।

83.'বেঙ্গল গেজেট' পত্রিকা কত সালে প্রকাশিত হয়?

a. ১৭৮৭ সালে

b. ১৭৮০ সালে

c. ১৭৮২ সালে

d. ১৭৭০ সালে

Explanation:

উত্তর: ১৭৮০ সালে

'বেঙ্গল গেজেট' পত্রিকা:
- ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র।
- জেম্স অগাস্টাস হিকি সম্পাদিত 'বেঙ্গল গেজেট'।

84.বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য কোনটি?

a. রামায়ণ

b. মহাশ্মশান

c. মেঘনাদবধ কাব্য

d. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

Explanation:

'মেঘনাদবধ' কাব্য:
- মধুসূদনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ **'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলা সাহিত্যের প্রথম** এবং শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।
- ১৮৫৭ সালে সংঘটিত সিপাহি বিপ্লবের স্বাধীনতামন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে রাবণকে নায়ক এবং রামকে খলনায়ক করে মধুসূদন দত্ত এটি রচনা করেন।
- নয় সর্গে রচিত মেঘনাদবধ কাব্যে বর্ণিত আছে- মোট তিন দিন দুই রাতের ঘটনা।
- কাব্যের কয়েকটি প্রধান চরিত্র: রাবণ, মেঘনাদ, লক্ষ্মণ, রাম, প্রমীলা, বিভীষণ, সীতা, সরমা ইত্যাদি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত:
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত একজন মহাকবি, নাট্যকার।
- তিনি ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলাভাষার সনেট প্রবর্তক।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দ্য ক্যাপটিভ লেডি'।

অন্যদিকে,
- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম কাব্য হিসেবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' স্বীকৃত।
- কায়কোবাদের মহাকাব্য - মহাশ্মশান।
- সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন 'বাল্মীকি'।

85. বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন -

a. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

b. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ✗

c. শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিরা ✓

d. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Explanation:

উত্তর: শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিরা

'দিগদর্শন' পত্রিকা:
- বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন **শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিরা**।
- ১৮১৮ সালে মিশনের পক্ষে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র দিগ্‌দর্শন।
- এর ২৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
- দিগ্‌দর্শনের প্রথম সংখ্যাটি ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়।

- পত্রিকাটিতে ইংরেজি প্রবন্ধও প্রকাশিত হতো।
- ১৮২১ সালের পরে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

86.'আলেয়া' কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম?

a. প্রবন্ধ

b. সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ

c. কাব্যগ্রন্থ

d. নাটক

Explanation:
কাজী নজরুল ইসলামের রচিত নাটক:
- ঝিলিমিলি,
- আলেয়া,
- মধুমালা (গীতিনাট্য)

কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ:
- চোখের চাতক,
- নজরুল গীতিকা,
- সুর সাকী,
- বনগীতি প্রভৃতি।

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাস:
- বাঁধন-হারা,
- মৃত্যুক্ষুধা,
- কুহেলিকা

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ:,
- দুর্দিনের যাত্রী,
- যুগবাণী,
- রুদ্র মঙ্গল

কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ-
- ব্যথার দান,
- রিক্তের বেদন,
- শিউলিমালা

87.কোনটি জীবনানন্দ দাশ রচিত উপন্যাস?

a. বিন্দুর ছেলে

b. মহেশ

c. বিলাসী

d. কল্যাণী

88.কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত গীতিকাব্য?

a. মেঘনাদবধ কাব্য

b. বীরাঙ্গনা কাব্য

c. ব্রজাঙ্গনা কাব্য

d. তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

89.'বছির, আজহার ও রহিমুদ্দিন' কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত চরিত্র?

a. আরেক ফাল্গুন

b. পদ্মানদীর মাঝি

c. মৃত্যুক্ষুধা

d. বোবা কাহিনী

90.রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে হাসান আজিজুল হক রচিত উপন্যাস কোনটি?

a. আত্মজা ও একটি করবী গাছ

b. জীবন ঘষে আগুন

c. নামহীন গোত্রহীন

d. সাবিত্রী উপাখ্যান

91.কোনটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ছোটগল্প?

a. ধাত্রীদেবতা

b. গণদেবতা

c. রসকলি

d. কালিন্দী

92.'ভাত দে হারামজাদা' বিখ্যাত কবিতাটি কার রচনা?

a. হাসান আজিজুল হক

b. হুমায়ুন আজাদ

c. রফিক আজাদ

d. হুমায়ুন কবির

93.‘আগুনপাখি’ হাসান আজিজুল হক রচিত কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম?

a. গল্পগ্রন্থ

b. প্রবন্ধগ্রন্থ

c. সম্পাদনা গ্রন্থ

d. উপন্যাস

94.‘নটগুরু’ হিসেবে পরিচিত-

a. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

b. সেলিম আল দীন

c. দীনবন্ধু মিত্র

d. গিরিশচন্দ্র ঘোষ

95.‘বুকের ভেতর আগুন’ উপন্যাসটি কার রচনা?

a. হাসান হাফিজুর রহমান

b. হুমায়ুন আজাদ

c. জাহানারা ইমাম

d. হাসান আজিজুল হক

96.'যখন উদ্যত সঙ্গীন' কাব্যের রচয়িতা -

a. হুমায়ুন আহামেদ

b. হাসান হাফিজুর রহমান

c. হাসান আজিজুল হক

d. হুমায়ূন কবির

97.হুমায়ুন আজাদের প্রথম উপন্যাস

a. জ্বলো চিতাবাঘ

b. কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু

c. অলৌকিক ইস্টিমার

d. ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল ✓

98.মাইকেল মধুসূদন দত্তের সর্বশেষ সাহিত্যকর্ম কোনটি?

a. রত্নাবলী

b. তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

c. মায়াকানন ✓

d. একেই কি বলে সভ্যতা

99.'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' এর রচয়িতা কে?

a. ইমদাদুল হক

b. আহামেদ ছফা

c. অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

d. আবুল মনসুর আহমেদ

100.মধ্যযুগের কোন কবিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কবি বলে উল্লেখ করেছেন?

a. কানাহরি দত্ত

b. জ্ঞানদাস

c. চণ্ডীদাস

d. বিদ্যাপতি

About

BPSC Link

Privacy Policy

Terms & Conditions

Refund Policy

Helpline: 01329672052

© 2024 P2A All rights reserved